ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কারিনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত ফাঁস, 'ধ্বংস' করে দিয়েছিল শাহেদকে

পৃঃ ৫

বিশ্বকাপের সেমিতে খেলবে ভারত-পাকিস্তান : গাঙ্গুলি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৯৩ ● কলকাতা ● ২৮ আষাঢ়, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ১৪ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

ভাঙড়ে পুলিশের উপরে গুলি চালিয়েছে কারা? বিস্ফোরক দাবি নওশাদের!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটের গণনার রাত থেকে উত্তপ্ত ভাঙড়ে আইএসএফ-এর সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বেধেছিল। পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমাও ছোড়া হয়। ২ আইএসএফ কর্মী সহ মৃত তিন। বৃহস্পতিবার সকালেও থমথমে ছিল ভাঙড়। রাস্তায় ছড়িয়ে বোমার চিহ্ন। জায়গায় জায়গায় নাকা চেকিং এর মাধ্যমে চলছে তল্লাশি। অশান্তি আটকাতে কড়া পুলিশ। বসিরহাটের পিফা পঞ্চায়েতের ১২৯ নম্বর বুথের আইএসএফ-এর বিজয়ী প্রার্থী আরজিনা বিবির অভিযোগ, তার স্বামী জামাত আলী গাজী বাড়ির নীচের একটি ঘরে একাই ঘুমাচ্ছিল। সেই সময় রাতের অন্ধকারে জানলা দিয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ঘরে ঢুকে তার স্বামীর উপর আক্রমণ করে । মারধর করলে রক্তাক্ত অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে জামাত আলী গাজি। জামাত আলী গাজী মারা গেছে ভেবে দুষ্কৃতীরা চলে যায়। সকালে উঠে বাড়ির লোকজন দেখতে পায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে জামাত আলী গাজী। তার মাথায় জল দিয়ে জ্ঞান ফিরলে সে বলে রাতে তার ওপর কয়েকজন হামলা চালায়। এরপর তাকে

এরপর ৩ পাতায়

বুথ দখল,ব্যালট চুরির যে সব ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, প্রতিটার ব্যাখ্যা তৈরি করছে নবান্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটে হিংসা ও অশান্তির ঘটনা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট যে অবস্থান নিয়েছে তাতে রাজ্য প্রশাসনের ঘুম চলে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে সব জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ।তবে যারা এই সব অশান্তি ও অনিয়মের পাণ্ডা, তাদেরও খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে। যাঁরা ব্যালটে আগুন জ্বালিয়েছে, ব্যালট খেয়ে নিয়ে নিয়েছে, বা ব্যালট বাক্সে জল ঢেলে দিয়েছে, তাদের সবার বিরুদ্ধে এফাইআর দায়ের করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এই রিপোর্টও নবান্নে পাঠাতে বলা হয়েছে।

এছাড়াও নির্বাচন প্রক্রিয়ার সময়ে যারা আহত হয়েছেন, তাদের তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে জেলা হাসপাতালে তাদের চিকিতসার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, ভোটে হিংসা ও অশান্তির জন্য যদি কারও কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে, তাহলে দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করতে হবে।তার পর জেলাশাসকদের যে নির্দেশ পাঠিয়েছেন তিনি, সেই চিঠিতেই বোঝা যাচ্ছে রাজ্য সরকার কতটা উদ্বেগে।

জেলা শাসকদের উদ্দেশে পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, ভোটের দিন সোশাল মিডিয়া, সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যে সব ছবি ও ভিডিও ফুটেজ প্রকাশিত হয়েছে, সে সবের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রস্তুত করতে হবে।

প্রয়োজনে তা আদালতে পেশ করা হবে। এবার পঞ্চায়েত ভোটে শুধু মারধর বা হিংসার ছবি ভাইরাল হয়নি। কোচবিহারে দেখা গিয়েছে, ব্যালট বাক্স কাঁধে নিয়ে দৌড় লাগিয়েছে এক যুবক। কোথাও দেখা গিয়েছে, ব্যালট বাক্স নিয়ে পুকুরে ফেলা হচ্ছে। কোথাও দেখা গিয়েছে রাস্তায় ব্যালট পড়ে আছে। কোথাও আগুন লাগানো হয়েছে। এই সব ছবি ধরে ধরে ব্যাখ্যা তৈরি করতে বলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্য পুলিশের মুখ চেয়ে থাকবে না, অশান্তির খবর পেলে নিজেরাই 'মুভ' করবে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে হাতে নিয়ে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসার যে ঘোষণা করেছেন, তাতে আন্দোলিত হয়ে গেল নবান্ন। ভোট পরবর্তী হিংসা দমনের উদ্দেশে উচ্চ আদালত জানিয়ে দিয়েছিল, গণনার পর অন্তত ১০ দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে বাংলায়।এটা আন্দাজ করার পরই এদিন নবান্ন থেকে সব জেলার জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে পৃথক ভাবে বৈঠক করেছেন মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। তার পর সব জেলা শাসকের উদ্দেশে একটি স্পষ্ট নির্দেশও পাঠানো হয়েছে। কোথাও কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটতে দেওয়া যাবে না। বরং স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে।এদিন বিকেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসার তথা বিএসএফের আইজি-র তরফে পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দেওয়া হল, ফোর্স রাজ্য

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী

আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:- ২৫০ টাকা মাত্র

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
সর্বমোট		৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
সর্বমোট		৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

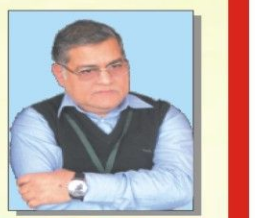

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

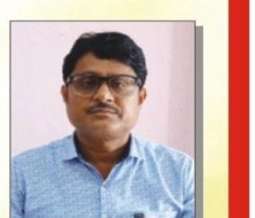

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই

- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

ব্যালট পেপার খেয়ে জয় হজম হল না!

ফের ভোট অশোকনগরে, সঙ্গে সিঙ্গুর-সাঁকরাইলেও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সিপিআইএম-এর জয় রুখতে ব্যালট পেপার খেয়ে নিয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। শেষপর্যন্ত জিতেও গিয়েছিলেন। আজবকাণ্ডটি ঘটেছিল উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে ভরকুণ্ডায় পঞ্চায়েতে। হার এড়াতে ব্যালট পেপার-ই খেয়ে ফেলেছিলেন তৃণমূল প্রার্থী মহাদেব মাটি। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।এই নিয়ে বিধায়কের নামে নির্বাচন কমিশনে ও রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ জানায় বিজেপি ও সিপিআইএম। এরপরই বৃহস্পতিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশন এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ব্যালট ছিনতাইয়ের কারণ দেখিয়ে হাওড়ার সাঁকরাইলের মানিকপুর ও সারেঙ্গার ১৫টি বুথে নির্বাচন প্রক্রিয়া রদ করার বিষয়ে সেই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। এই পদক্ষেপে রাজ্য নির্বাচন কমিশন তাদের অভিযোগে সিলমোহর দিল বলেই মনে করছে বিরোধীরা। বিজেপি হাওড়া সদরের সভাপতি মণিমোহন ভট্টাচার্য বলেন, বিধায়ক ও পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক।হাওড়া জেলা সিপিআইএম সম্পাদক দিলীপ ঘোষও বলেন, বিধায়ক প্রিয়া পালের বিরুদ্ধেও তারা অভিযোগ করেছেন। কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সাঁকরাইলে বুথগুলোতে ফের নির্বাচন হলে শাসকদল হারবে। বিরোধীদের সব অভিযোগ উড়িয়ে হাওড়া সদরের টিএমসি যুব সভাপতি কৈলাশ মিশ্র দাবি করেন, সাঁকরাইলের গণনা কেন্দ্রে বিরোধীরা একজোট হয়ে ব্যালট লুঠ করেছে। হেরে যাওয়ার ভয়ে এসব করেছে। পুনর্নির্বাচন হলে টিএমসি জয়লাভ করবে। সেই অশোকনগরে ফের ভোট। এমনটাই জানিয়েছে কমিশন। কারণ, কমিশনের বক্তব্য, ব্যালট পেপার ছিনতাই করে নেওয়ার ফলে ভোট গণনা সম্পূর্ণ হয়নি। সেই কারণেই ফের ভোট নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, বামেদের দাবি, অশোকনগরের ভরকুণ্ডায় পঞ্চায়েতে ৩১ নম্বর বুথে গণনায় জিতেছিলেন সিপিএম প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ মজুমদার। ব্যবধান ছিল চার ভোটের। কিন্তু অভিযোগ, তারপরঅই গণনাকেন্দ্রের ভিতরে ঢুকে সিপিআইএম প্রার্থীর বয়ালট পেপার ছিঁড়ে দেন তৃণমূল প্রার্থী মহাদেব মাটি। এমনকী, অর্ধেক ব্যালট পেপার খেয়েও ফেলেন! তার কিছু পরই ৪৪ ভোটে জয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল শাসকদলের প্রার্থীকে। অশোকনগর ছাড়াও সিঙ্গুরের একটি বুথে ফের ভোট হবে। পাশাপাশি, হাওড়ার সাঁকরাইলের ১৫টি বুথেও ফের ভোট হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের ১৫টি বুথে নির্বাচন প্রক্রিয়া রদ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ব্যালট ছিনতাইয়ের উল্লেখ রয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতর। প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার পঞ্চায়েত ভোট গণনার দিন উত্তেজনা ছড়িয়েছিল সাঁকরাইলের সিকম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গণনাকেন্দ্রে। গণনার সময় বিরোধী দলের প্রার্থীদের ঢুকতে বাধা দেওয়া এমনকি মারধরের অভিযোগও উঠেছিল। সাঁকরাইলের শাসকদলের বিধায়ক প্রিয়া পাল পুলিসের উপস্থিতিতে গণনাকেন্দ্রে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। বিরোধীদের ব্যালট ছিনিয়ে নেওয়া হয় ও জয়ী বিরোধী প্রার্থীদের সার্টিফিকেট ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

ঘরছাড়াদের নিয়ে আদালতে যাওয়ার

হুঁশিয়ারি প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোট হিংসায় আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থী ও এজেনটকে দেখতে অশোকনগরে বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল । ভোটের আগে তৃণমূলের তরফে বিজেপি এজেন্টের দোকানে তালা ঝোলানো হয়েছিল। এদিন তালা ভেঙে সেই দোকান দখল মুক্ত করেন তিনি।এদিন সেই তালা ভেঙেই দোকান দখল

এরপর ৩ পাতায়

রেকর্ড গড়বে ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ,

বক্তা তালিকাতেও বিরাট চমক!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটের রেজাল্ট আউট। ২৪-এর লোকসভার আগে গ্রামের মন বুঝেছে তৃণমূল। আগামীর লক্ষ্য লোকসভা। ২০২৪ সালের আগে তৃণমূলের বৃহত্তর রাজনৈতিক সমাবেশ ২১ জুলাই। ধর্মতলার সমাবেশ থেকে লোকসভার প্রস্তুতি শুরু করবে তৃণমূল। এই সমাবেশে জমায়েতের রেকর্ড করতে চায় শাসক দল। পঞ্চায়েতে ভালো ফলের কারণে উত্তরের জেলাগুলি থেকে ব্যাপক জমায়েত করার লক্ষ্য।

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, "এখন থেকেই দিল্লির ডাক আসছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন। তিনি বৈঠক করেছেন । ফলে ২১-এর মঞ্চ থেকে ২৪-এর লড়াইয়ের ডাক দেওয়া হবে।" পাশাপাশি তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করিয়ে দিয়েছে, ২১ জুলাই তাদের কাছে একটা আবেগ। ফলে দলের কর্মী,সমর্থকদের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা রাখেন, সেটাও সকলের নজরে রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক ইস্যুতে কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হয়েছে তৃণমূলকে, এমনটাই অভিযোগ করছেন নেতারা। তবে ২১-এর বাংলার বিধানসভা ভোটের ফল, পরবর্তী সময় জুড়ে একাধিক উপনির্বাচনের ফল ও পঞ্চায়েত ভোটের ফল জোড়া ফুল শিবিরের দিকেই গিয়েছে। এই আত্মবিশ্বাসকে সামনে রেখেই এবারের ২১ জুলাই আয়োজন হতে পারে বলে দলীয় সূত্রে খবর। লোকসভা ভোটের আগে এই সমাবেশ থেকে নিজেদের শক্তি বোঝাতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস।একই টার্গেট জঙ্গলমহলের জেলা নিয়েও।

ইতিমধ্যেই বিধায়ক, কাউন্সিলরদের তরফে প্রচার শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে দিল্লি যাওয়ার হুশিয়ারি দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে সেই লক্ষ্যে সুর চড়াবে শাসক দল। এবারের বক্তা তালিকাতেও চমক থাকতে চলেছে। সূত্রের খবর, বীরবাহা হাঁসদা, জ্যোতস্না মান্ডি, প্রকাশ চিক বরাইক থাকতে পারেন। ১৯ তারিখ থেকেই আসতে শুরু করবেন দলের কর্মীরা। অন্যান্য বারের মতোই থাকবে ব্যবস্থা।

অন্যান্য রাজ্যের সংগঠনের প্রতিনিধিরাও হাজির থাকবেন সমাবেশে।রেকর্ড জমায়েত করাই এবার প্রধান লক্ষ্য শাসক দলের।২০২৩-এর ২১ জুলাই থেকে ২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটের ফলকে সামনে রেখেই ২৪-এর লড়াইয়ের ডাক দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, তাই এবারের ২১ জুলাই জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে।সেই সমাবেশ আয়োজন করতেই ইতিমধ্যেই দফায় দফায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজপথে ২১ জুলাই থেকে, টার্গেট থাকবে জাতীয় স্তরে নিজেদের শক্তি বুঝিয়ে দেওয়া । তাই চলতি বছরের ২১ জুলাই পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে রাজ্যের বাইরেও। বিশেষ করে ত্রিপুরা, অসম, গোয়া, মেঘালয়ের মতো রাজ্য। যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস এখন থেকেই লড়াই করছে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে ও করবে।

রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনকালীন

প্রতিদিনের আইন-শৃঙ্খলার রিপোর্ট চায় নবান্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকাকালীন প্রতিদিন জেলায় কী ঘটনা ঘটছে? আইন-শৃঙ্খলার রিপোর্ট পাঠাতে হবে নবান্নকে। অর্থাত আপাতত রাজ্যে যতদিন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে ততদিন রাজ্যে কী ধরনের ঘটনা ঘটছে? আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোনও বড় ঘটনা ঘটেছে নাকি? প্রত্যেকদিনের রিপোর্ট বাধ্যতামূলকভাবে পাঠাতে হবে বিভিন্ন জেলাকে।নবান্ন সূত্রে খবর, প্রত্যেকটি জেলার জেলাশাসকদের একটি নির্দিষ্ট ফরমাট পাঠানো হয়েছে। সেই ফরম্যাটে প্রথমে জেলার নাম, তারপর কি ঘটনা ঘটেছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর লজিস্টিক সংক্রান্ত কোনও সমস্যা রয়েছে কী না, তা নিয়েও আলাদা করে ফরম্যাট দেওয়া হয়েছে। তবে এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকাকালীন চলবে? নাকী পরবর্তী ক্ষেত্রেও কার্যকর থাকবে? তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিদিনের রিপোর্ট চাওয়ার নজির অন্তত নেই বলেই দাবি করছেন নবান্নের শীর্ষ মহলের আধিকারিকরা। অন্যদিকে জেলাশাসকদের থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ব্যালট বাক্স নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে ব্যালট পেপার খেয়ে নেওয়ার যে ছবিগুলি প্রকাশ হয়েছে, তার নিরিখে রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়েছে জেলাশাসকদের। মনে করা হচ্ছে হাইকোর্টে এই রিপোর্টগুলি পেশ করা হতে পারে। তার জন্যই জেলাশাসকদের থেকে আগেভাগেই এই রিপোর্টগুলি চাওয়া হচ্ছে।এই মর্মে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের নির্দেশ পাঠানো হয়েছে নবান্নের তরফে বলে সূত্রের খবর। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা কী থাকছে এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোনও সমস্যা রয়েছে কী না, তার রিপোর্ট বিএসএফকেও পাঠাতে হবে বলেও নবান্ন সূত্রে খবর।

জেলাশাসকদের পাঠানো এই নির্দেশে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলার এসপি, সিপিদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পাঠাতে হবে নবান্নকে। হাইকোর্টের নির্দেশে পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হবার পরেও আগামী ১০ দিন রাজ্যে মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এই সময়ের প্রতিদিনের আইন-শৃঙ্খলার রিপোর্ট চাওয়া যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ২২ জেলায় ২২ জন নোডাল অফিসার নিয়োগ করেছে বিএসএফ। মূলত কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য বিভিন্ন জেলায় এই অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে বিএসএফ-এর তরফে।

অনুব্রতহীন বীরভূমে তৃণমূলের জয়জয়কার,

মিষ্টিতেও 'সবুজ বিপ্লব'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এ যেন 'সবুজ বিপ্লব'! সবুজ আবিরের সঙ্গে সবুজ মিষ্টি। গ্রাম বীরভূম দখল করে এভাবেই আনন্দে মেতেছেন তৃণমূল কর্মীরা। আম মিষ্টি নামেই নতুন এই সবুজ মিষ্টি তৈরি করেছিলেন ময়রারা। আম দিয়ে নতুন ধরনের রসগোল্লা তৈরি করেছেন তাঁরা। সবুজে সবুজ জেলায় সবুজ মিষ্টির চাহিদা তুঙ্গে।তৃণমূলের জয়ের পর এক ধাক্কায় চাহিদা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। অর্থনৈতিক বিকাশের জন্যই তো সবুজ বিপ্লব হয়েছিল। এই জয় লালমাটির বীরভূমে সবুজের অভিযান। আদালতের নির্দেশে গোটা জেলায় বিজয় মিছিল করছে না কোনও রাজনৈতিক দল। তা বলে দলীয় দপ্তরে কর্মীদের সমাবেশে এই বিপুল জয়ে তারা মাতবে না কেন? তাই এখন ভালবাসার উপহার মানেই হাঁড়ি ভরতি সবুজ মিষ্টি। আর উল্লাস বলতে সবুজ আবিরে মাখামাখি। যার জেরে জয়ী প্রার্থী থেকে নেতা কর্মীদের অবস্থা শোচনীয়। ফলপ্রকাশের পর থেকে প্রতিদিনই অকাল হোলিতে মাতছেন কর্মীরা। সবুজ মিষ্টিতে ভরছে পেট। তবুও আবদার তো!এবার ভোটে জয়োল্লাসে সবুজ মিষ্টির জোগান দিতে বেশ নাজেহাল অবস্হা বিক্রেতাদের। উজ্জ্বল ঘোষাল জানান, ভোটের জয়ের ফলে বাজার ভাল। যারা দোকানে আসছে হাঁড়ি ভরতি সবুজ মিষ্টি নিয়ে গ্রামে যাচ্ছে। আরেক বিক্রেতা উজ্জ্বল দে জানান, শুধু রসগোল্লা নয়, সবুজ মিষ্টি মানেই বিক্রি বেশি। তাই আমরা সবুজ মিষ্টি আমরাজ ভোগ, ছাপান্নভোগ, আম স্যান্ডুইজ সঙ্গে রসগোল্লা করছি।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।
-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্য পুলিশের মুখ চেয়ে থাকবে না, অশান্তির খবর পেলে নিজেরাই 'মুভ' করবে

পুলিশের মুখ চেয়ে থাকবে না। যেখানে অশান্তি ও হিংসার খবর পাবে সেখানেই বাহিনী যাবে। রাজ্য পুলিশের অনুমতির অপেক্ষা করবে না।

সংবিধান অনুযায়ী আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। রাজ্য সরকার না চাইলে সাধারণ পরিস্থিতিতে কেন্দ্র তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তা ছাড়া এখন নির্বাচনী আচরণবিধিও আর বলবত নেই। এদিন সেই যুক্তি দেখিয়ে রাজ্যের তরফে বিএসএফ কর্তাকে বলা হয়েছিল, যে অশান্তির কোনও খবর পেলে জেলা পুলিশকে না জানিয়ে বাহিনী সেখানে যেতে পারবে না। বিএসএফ কর্তা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কলকাতা হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে তার পর রাজ্য পুলিশের অনুমতির প্রয়োজন নেই, শুধু রাজ্যকে জানালেই হবে। রাজ্য সরকার তথা শাসক দল বুঝতে পারছে, এ হল সরাসরি রাজ্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ। এতে রাজ্যের স্বাধিকার ভঙ্গ হচ্ছে। কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করার উপায়ও নেই। বরং নবান্নের কর্তারা মনে করছেন, অশান্তি ও হিংসা অব্যাহত থাকলে রাজ্যে আরও বেশি দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকতে পারে।

১-ম পাতার পর

ভাঙড়ে পুলিশের উপরে গুলি চালিয়েছে কারা? বিস্ফোরক দাবি নওশাদের!

উদ্ধার করে বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আরজিনা বিবি বসিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।এরই মধ্যে ভাঙড়ের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানালেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি।

এদিকে, ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত বসিরহাটে। আই এস এফ এর বিজয়ী প্রার্থীর স্বামীকে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ। আই এস এফ-এর বিজয়ী প্রার্থী আরজিনা বিবির স্বামী জামাত আলী গাজীকে রাতের অন্ধকারে ঘরে ঢুকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়ে বলে অভিযোগ। অভিযোগের আঙুল তৃণমূলের দিকে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভরাডুবির পর ফের

বাম-কংগ্রেস-তৃণমূলের আঁতাঁতের অভিযোগ তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভরাডুবির পর ফের বাম-কংগ্রেস-তৃণমূলের আঁতাঁতের অভিযোগ তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, বাংলায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে একমাত্র বিজেপি । বাম-কংগ্রেস ছদ্মবেশে নির্বাচনে লড়ছে। ভোট কেটে তৃণমূলকেই সুবিধা করে দিয়েছে। সুকান্তর দাবি, এখন বাম-কংগ্রেস তৃণমূলের সঙ্গে 'ছদ্ম' জোট করেছে, ২০২৪ সালের পর সরাসরিই একসঙ্গে লড়বে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলছেন,'কেন্দ্রের দিকে নজর রাখুন। ২০২৪-এ কী হয় দেখুন। ২০২৪-এর পর বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাবে। ২০২৬-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস একজোট হয়ে লড়াই করলেও অবাক হব না।' ভোটারদের উদ্দেশে সুকান্তর আহ্বান,'বিজেপিই সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল। সকলে আমাদের পতাকার তলায় আসুন। বাংলায় খুব শীঘ্রই খেলা হবে। বিজেপি খেলবে। ওরা শুধু গান বাজাচ্ছে। খেলব আমরা। ২০২৪ সালে কি হয় দেখুন।'বস্তুত, ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার বিরোধী পরিসর কার্যত একার দখলে রেখেছিল বিজেপি। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে সেই বিরোধী পরিসর কার্যত দ্বিধাবিভক্ত। বিজেপি যেখানে ২২ শতাংশের সামান্য বেশি ভোট পেয়েছে, সেখানে বাম-কংগ্রেস জোটের সম্মিলিত ভোট প্রায় ২১ শতাংশ। অর্থাত বিরোধী ভোটে ভালমতোই ভাগ বসিয়েছে বাম-কংগ্রেস। সেটাই সম্ভবত ভাবাচ্ছে বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে।

সেকারণেই তিনি বলছেন, 'বাম-কংগ্রেস এখন ভোট কাটুয়া।' বৃহস্পতিবার বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী অনন্ত মহারাজের মনোনয়নের পর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাম-কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে বলেন,'কোথায় লড়াই করেছে? বরং ভোট কেটে বেশ কয়েক জায়গায় তৃণমূলকে জিতিয়েছে সিপিএম এবং কংগ্রেস। পঞ্চায়েতে একভোটেও হার-জিত হয়। ছদ্মবেশে লড়াই করছে সিপিএম এবং কংগ্রেস । দেখাচ্ছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, প্রকারান্তরে তৃণমূলের সুবিধা করে দিচ্ছে।'

২ পাতার পর

ঘরছাড়াদের নিয়ে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের

মুক্ত করেন প্রিয়ঙ্কা । যাওয়ার সময় হুঁশিয়ারির সুরে জানান, তিনি ফিরে যাওয়ার পর ফের কর্মীদের ওপর হামলা হলে তৃণমূলের স্থানীয় বিধায়ককে নারায়ণ গোস্বামীকে কোর্টে হাজির করাবেন। যদিও হামলার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্ব।একই সঙ্গে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে থানা ঘিরে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির কর্মী, সমর্থকেরা। পরে থানায় গিয়ে ওসির সঙ্গে দেখা করে অবিলম্বে এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা ফেরানোর দাবি জানান তিনি।

প্রিয়ঙ্কা বলেন, এলাকার ২০ টি পরিবার এখনও ঘরছাড়া। যারা ঘরছাড়া করল, তাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। উল্টে ঘরছাড়ারা বিজেপির কর্মী বলে তাদের মিথ্যে কেসে ফাঁসানো হয়েছে। একদিনের মধ্যে ঘরছাড়াদের বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা না করা হলে আদালতে যাওয়ারও হুমকি দেন তিনি। পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, মিথ্যে কেসের অভিযোগ ঠিক নয়। প্রতিটি ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।স্থানীয় সূত্রের খবর, পঞ্চায়েত নির্বাচনের চার দিন আগে অশোকনগরের রাজীবপুর বিড়া পঞ্চায়েতের ১১২ নম্বর বুথের বিজেপি প্রার্থী শ্যামল দাসের উপর ভোজালি নিয়ে হামলার ঘটনা ঘটে। আক্রান্ত শ্যামলের চিকিতসা হয় বারাসত জেলা হাসপাতালে। গণনার দিন ওই একই এলাকার ৯২ নম্বর বুথের বিজেপির এজেন্ট অশোক বারিকের বাড়ি ও দোকান ব্যাপক ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অশোকের দোকানে লাগিয়ে দেওয়া হয় তালাও।

প্রধানমন্ত্রীর ফ্রান্স ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সফর রওনাকালীন বিবৃতি

নতুন দিল্লি, ১৩ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাননীয় ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁর আমন্ত্রণে আমি ১৩ ও ১৪ জুলাই ফ্রান্স সফরে যাচ্ছি।

এই সফর বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ, আমি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর সঙ্গে প্যারিসে ফ্রান্সের জাতীয় দিবস, অর্থাৎ বাস্তিল দিবস উদযাপন সমারোহে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবো। বাস্তিল দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ নেবে ভারতের তিন বাহিনীর একটি দল, ফ্লাই-পাস্ট-এ অংশ নেবে ভারতীয় বায়ুসেনার একটি বিমান।

আমাদের কৌশলগত অংশীদারিত্বের ২৫তম বার্ষিকী এবছর। দৃঢ় আস্থা ও দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, সামুদ্র অর্থনীতি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিক্ষা, অসামরিক ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির প্রয়োগ এবং মানুষে মানুষে সংযোগের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক সহযোগিতার পথে এগিয়েছে দুই দেশ। আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক নানা বিষয়ে পারস্পরিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করি আমরা।

সময়ের দ্বারা পরীক্ষিত দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব বিগত ২৫ বছরে যে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হবে আমার। এজন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এর আগে, ২০২২-এ আমার শেষ ফ্রান্স সফরের পর থেকে একাধিকবার প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে আমার। সম্প্রতি মে মাসে জাপানের হিরোশিমায় জি-৭ শিখর সম্মেলনের সময়েও আমাদের দেখা হয়েছে।

ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মাননীয়া এলিজাবেথ বোর্ন, সেনেটের প্রেসিডেন্ট মাননীয় জেরার্ড লার্চার, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রেসিডেন্ট মাননীয়া ইয়ায়েল ব্রাউন-পিভেত সহ সেদেশের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপচারিতায় মিলিত হব আমি।

ফ্রান্স সফরকালে সেদেশে বসবাসরত কর্মচঞ্চল ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আমি মতবিনিয়ম করবো। উভয় দেশের বিভিন্ন সংস্থার কর্ণধার এবং ফ্রান্সের বিশিষ্টজনেদের সঙ্গেও আমার কথা হবে। দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত অংশীদারিত্বে গতি আনতে আমার এই ফ্রান্স সফর বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে আমি প্রত্যয়ী।

প্যারিস থেকে ১৫ জুলাই আমি সরকারি সফরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর আবু ধাবি যাবো। ওই দেশের প্রেসিডেন্ট, আমার বন্ধু মাননীয় শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি উন্মুখ। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শক্তি ও জ্বালানি, খাদ্য নিরাপত্তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিক্ষা, আর্থ-প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা এবং মানুষে মানুষে সংযোগের ক্ষেত্রে আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও বিস্তৃত।

গতবছর প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ এবং আমি দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে একটি পথনির্দেশের বিষয়ে সহমত হয়েছি। দুদেশের সম্পর্ক গভীরতর করতে আমি তাঁর সঙ্গে আরও আলোচনায় আগ্রহী।

এবছরের শেষ দিকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে বসবে রাষ্ট্রসংঘের ২৮তম জলবায়ু সম্মেলন (সিওপি-২৮)। প্যারিস চুক্তি রূপায়ন এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসের ব্যবহার বাড়াতে বৈশ্বিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আমি মতবিনিময়ে আগ্রহী।

আমাদের সার্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বের প্রশ্নে আমার সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সফর নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে আমি মনে করি।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে থাকা শিশুদের চিহ্নিত করে

সহয়তা প্রদানের লক্ষ্যে শিশু কল্যাণ ও সুরক্ষা কমিটি

নতুন দিল্লি, ১৩ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : দেশের শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজ্য এবং স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে একটি বিস্তৃত বাস্তুতন্ত্র তৈরি করতে চায় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের মিশন বাৎসল্য প্রকল্প। প্রকল্পের বর্তমান নির্দেশাবলী অনুযায়ী স্থানীয় প্রশাসনের স্থায়ী / সাবকমিটি প্রণালীর ভিত্তিতে শিশু কল্যাণ এবং সুরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে পুরসভা / পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান / গ্রামপঞ্চায়েতের সেই সব কমিটির হাতে যারা মহিলা ও শিশুদের সামাজিক ন্যায় বিচার / কল্যাণের কাজে যুক্ত। সেই অনুযায়ী গ্রাম স্তরের শিশু কল্যাণ ও সুরক্ষা কমিটি প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থাকা শিশু, অনাথ এবং পথশিশুদের চিহ্নিত করবে। এদের সহায়তা দেওয়া হবে মিশন বাৎসল্য প্রকল্পের স্পন্সরশিপ কর্মসূচির আওতায়। এইসব শিশুদের স্পন্সরশিপের সুযোগ দেওয়া হবে শিশু কল্যাণ কমিটির সুপারিশ এবং স্পন্সরশিপ অ্যান্ড ফস্টার কেয়ার অ্যাপ্রুভাল কমিটির অনুমোদনের ভিত্তিতে।

সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে যে সব শিশুর তাদের কাছে এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা পরিষেবার আওতায় স্পন্সরশিপ, পালক অভিভাবক এবং পরবর্তী পর্যায়ে পরিচর্যা সংক্রান্ত বিধি:

অপ্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা পরিষেবা কর্মসূচির আওতায় যেভাবে এই মিশন শিশুদের সহায়তা করবে:

১. স্পন্সরশিপ : পরিবর্ধিত পরিবার / আত্মীয়দের সঙ্গে থাকা প্রতিকূলতার সম্মুখীন শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিধানের জন্য আর্থিক সহায়তা।

২. পালক অভিভাবকদের মাধ্যমে পরিচর্যা : এক্ষেত্রে শিশুর পরিচর্যা, সুরক্ষা এবং পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেয় অনাত্মীয় কোন পরিবার। শিশুকে বড় করে তোলার জন্য পালক অভিভাবককে দেওয়া হয় আর্থিক সহায়তা।

৩. দত্তক : এক্ষেত্রে শিশুদের দত্তক নেওয়ার প্রশ্নে যে সব পরিবারের কোন আইনগত বাধা নেই, তাদের চিহ্নিত করা হয়। দত্তক গ্রহণের বিষয়টিতে সহায়তা করে সেন্ট্রাল অ্যাডপশন রিসোর্স অথরিটি (কারা)।

৪. পরবর্তী পর্যায়ের পরিচর্যা : ১৮ বছর বয়স হয়ে গেলে যারা শিশু সুরক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে যায়, তাদের সমাজের মূল স্রোতে যুক্ত করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের সংস্থান রয়েছে। স্বনির্ভর হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ২১ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত (এই সময়সীমা ২৩ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে) এই সহায়তা পাওয়ার অধিকারী।

রাজ্যজুড়ে প্রচুর আসনে ফের পঞ্চায়েত ভোট!

ফলপ্রকাশের পরেই বড় ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য জুড়ে একাধিক আসনে ফের পুনর্নির্বাচন হবে। এদিন এমনটাই জানাল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। হাওড়ার সাঁকরাইলে মানিকপুর ও সারেঙ্গার ১৫টা বুথে ফের নির্বাচন হবে। এখানেই তৃণমূল বিধায়ক প্রিয়া পালের বিরুদ্ধে ব্যালট ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছিল।পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফলে তিনটে স্তরেই দেখা গেছে ঘাসফুলের দাপট। রাজ্যজুড়ে সবুজ ঝড়ের মধ্যেই উল্টো ছবি পূর্ব মেদিনীপুরের শহিদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতিতে। তৃণমূলের হাত থেকে এই পঞ্চায়েত সমিতিটি ছিনিয়ে নিল বিজেপি। ১৯৯৮ সাল থেকে তমলুক-২ পঞ্চায়েত সমিতি শহিদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতি নামে পরিচিত। ২০০৮ সালে প্রথমবারের জন্য এই পঞ্চায়েত সমিতিতে জিতেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই থেকে টানা ১৫ বছর এটি তাদের দখলেই ছিল। অবশেষে জোড়া ফুলের বদলে এখানে ফুটল পদ্মফুল।পঞ্চায়েত আইনের ৬৮ নং ধারার উপধারা-২ এর অনুচ্ছেদ-বি অনুযায়ী কমিশন এই ১৫টি বুথে নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। সাঁকরাইল ১২ বুথ , সারেঙ্গা ৩ বুথ, মানিকপুর ৯, সারেঙ্গা ৬ বুথ এবং একইভাবে উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়ার চারটি বুথে এবং সিঙ্গুরের বেড়াবেড়ি বুথেও নির্বাচন বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন। হাবড়ায় বুরকুন্ডা তিনটি বুথে এবং গুমা একটি বুথে ভোট বাতিল করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার রাজ্যের ৬৯৬টি বুথে পুনর্নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। গত শনিবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন জেলা। অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। জেলায় জেলায় দেখা গিয়েছিল অবাধ ভোট লুঠের ছবি। ভোট শেষের পরেই জেলা প্রশাসনের থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে কোন জেলায় কতগুলি বুথে পুনরায় ভোট হবে, তার তালিকা প্রকাশ করেছিল কমিশন।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৯৩ সংখ্যা ১৪ জুলাই, ২০২৩ শুক্রবার ২৮ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ডিজিটাল অপরাধের মোকাবিলায় সব দেশের আইনে অভিন্নতা থাকা দরকার

হরিয়ানার গুরুগ্রামে আজ এনএফটি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেটাভার্সের যুগে অরপাধ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত জি-২০ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য এবং শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। দুদিনের এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন জি-২০-র সদস্য, আমন্ত্রিত দেশ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিশ্বের তাবড় প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা।

ক্রমাণ্বয়ে আরও নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হয়ে চলা এই বিশ্বে সাইবার ক্ষেত্রে সুস্থিতির প্রশ্নে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সমন্বয়ে বিশেষ জোর দিয়েছেন অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, এবছর জি-২০-এর পৌরোহিত্যে আসীন ভারতের মূল মন্ত্র হল 'বসুধৈব কুটুম্বকম', অর্থাৎ 'এক বিশ্ব-এক পরিবার- এক ভবিষ্যৎ'। এই ধারণা আজকের 'ডিজিটাল বিশ্ব'-এ চূড়ান্তভাবে প্রাসঙ্গিক বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, প্রযুক্তি ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রশ্নে সীমারেখার প্রচলিত ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। আজ আমরা বাস করছি একটি বৃহৎ বৈশ্বিক ডিজিটাল গ্রামে। মানুষ, গোষ্ঠী এবং দেশসমূহকে কাছাকাছি নিয়ে আসায় প্রযুক্তি ইতিবাচক অবদান রেখেছে, কিন্তু কিছু সমাজবিরোধী শক্তি সাধারণ মানুষ এবং সরকারের ক্ষতি করার কাজে ব্যবহার করছে এই প্রযুক্তিকেই। ডিজিটাল বিশ্বকে সকলের কাছে নিরাপদ করে তুলতে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ প্রয়োজন এবং সেক্ষেত্রে এই সম্মেলনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি এখন আর কেবলমাত্র ডিজিটাল দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, তা হয়ে উঠেছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই চিন্তাধারার উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রযুক্তির মানবিক ব্যবহারে প্রধানমন্ত্রী মোদী গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে করিয়ে দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত তৃণমূল স্তর পর্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তির সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার কাজে যে সাফল্য পেয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আজ অনলাইন পরিষেবার সুযোগ নেন ৮৪ কোটি ভারতবাসী, ২০২৫ নাগাদ ডিজিটাল বিশ্বে প্রবেশ করবেন আরও ৪০ কোটি ভারতীয়। এদেশে ইন্টারনেট সংযোগ গত ৯ বছরে ২৫০ শতাংশ বেড়েছে এবং প্রতি জিবি ডেটার খরচ কমেছে ৯৬ শতাংশ। অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার আওতায় খোলা হয়েছে ৫০ কোটি নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। বিতরণ করা হয়েছে ৩৩ কোটি রুপে ডেবিট কার্ড। ২০২২ সালে এদেশে ডিজিটাল লেনদেনের সংখ্যা ৯ কোটি এবং ইউপিআইয়ের মাধ্যমে ভারতে এখনও পর্যন্ত ৩৫ ট্রিলিয়ন টাকা মূল্যের লেনদেন হয়েছে। সারা বিশ্বের ডিজিটাল লেনদেনের ৪৬ শতাংশই হয়ে থাকে ভারতে। সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর কিংবা ডিজি লকারের মতো পরিষেবার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ভারতনেট কর্মসূচির আওতায় দেশে ৬ লক্ষ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার কেবল পাতার কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে তিনি জানান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, ডিজিটাল পন্থায় পরিষেবা প্রদানের উদ্যোগ ভারতকে এক দশকের মধ্যে 'ডিজিটাল দেশ' করে তুলেছে, ভারত তৈরি করেছে একের পর এক 'সকলের ব্যবহারযোগ্য ডিজিটাল জনপরিকাঠামো মডেল'-যা সারা বিশ্বের সামনে উদাহরণস্বরূপ।

ইন্টারনেটের এই প্রবল রমরমার যুগে সাইবার বিপদের আশঙ্কাও বহুগুণে বেড়ে গেছে বলে সাবধান করে দেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, সাইবার ফাঁদ, অনলাইন কেলেঙ্কারি, অনলাইনে শিশুদের যৌন নির্যাতন কিংবা হ্যাকিংয়ের ভয়াবহ সমস্যা সারা বিশ্বের সামনে প্রচণ্ড এক বিপদ এবং ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনা বাড়তেই থাকবে। এই প্রেক্ষিতে প্রথমবার সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে জি-২০ দেশগুলির এই সম্মেলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর আগে জি-২০ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই মূলত ডিজিটাল রূপান্তর নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছে। কিন্তু এনএফটি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেটাভার্সের এই যুগে সাইবার অপরাধের প্রতিরোধ ও মোকাবিলা প্রধানতম একটি বিষয়।এক্ষেত্রে দরকার সহযোগিতাভিত্তিক উদ্যোগ।

জি-২০ মঞ্চে সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনা গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বৈশিক সহযোগিতার পালে হাওয়া লাগাবে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মনে করেন।

তিনি বলেন, দুদিনের এই সম্মেলনে ৬টি অধিবেশনে মূলত যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে সেগুলি হল,

ক) ইন্টারনেট প্রশাসন

খ) ডিজিটাল জনপরিকাঠামোর নিরাপত্তা

গ) ডিজিটাল মালিকানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংক্রান্ত বিষয়

ঘ) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং ডার্ক নেটের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কাঠামো

'ডিনামাইট থেকে মেটাভার্স' কিংবা 'হাওয়ালা থেকে ক্রিপ্টো কারেন্সি'-র দিকে যাওয়ার পথে সুরক্ষা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলি যেভাবে পাল্টে যাচ্ছে তার মোকাবিলায় সারা বিশ্বের একটি অভিন্ন কৌশলগত পন্থা গড়ে তোলা দরকার বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, অতি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের কর্মকাণ্ড প্রসারিত করতে চাইছে মৌলবাদী এবং অপরাধীরা। নিজেদের পরিচিতি লুকোতে তারা আশ্রয় নিচ্ছে ডার্ক নেটের। মেটাভার্স একসময় ছিল কল্পবিজ্ঞানের বিষয়। এখন বাস্তব দুনিয়ায় তাকে কাজে লাগিয়ে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে সন্ত্রাসবাদী নানা সংগঠন। চুরি হয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি। অনলাইনে শিশুদের নির্যাতন বেড়েই চলেছে। আর্থিক দুনিয়ায় অনলাইনে জোচ্চুরির একের পর এক ঘটনা মাথাব্যথার বড় কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জরুরিভিত্তিতে এসবের মোকাবিলা সময়ের দাবি। প্রয়োজন ২৪ ঘন্টা কার্যকর সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা।

ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার ওপর সাধারণ মানুষ যাতে আস্থা রাখতে পারেন তা নিশ্চিত করা জরুরি বলে অমিত শাহ মনে করিয়ে দেন। কোনও দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে ডিজিটাল পরিসরের ব্যবহার বন্ধ হওয়া দরকার বলে তার মন্তব্য।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের তথ্য উদ্ধৃত করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ২০১৯-২০২৩ সময়কালে সাইবার হামলার দরুণ সারাবিশ্বে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক দুই ট্রিলিয়ন ডলার। ক্রিপ্টো কারেন্সির অপপ্রয়োগ এক জ্বলন্ত সমস্যা বলে তিনি মন্তব্য করেন। এসবের মোকাবিলায় ভারত সরকারের গৃহীত নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন তিনি।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এছাড়াও সারা ভারতে বেশকিছু বড় বড় শনি মন্দির ও তীর্থস্থান উল্লেখযোগ্য, যেমন তিরুনাল্লার শ্রী শনিশ্চর কোইল ,দেওনার-এর শনি দেবালয়ম, মহারাষ্ট্রের শনি-সিঙ্গাপুর মন্দির, তিতওয়ালার শনি মন্দির, মাদুরাই এর নিকটে কুচানুর-এর শনি মন্দির।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গণনা শেষ হওয়ার পরেও অগ্নিগর্ভ সবং!

মহিলা বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ঢুকে যা হল, তটস্থ সবাই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গণনার পরে ফের অগ্নিগর্ভ সবং! এবার এক বিজেপির মহিলা জয়ী প্রার্থীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।অন্যদিকে, তৃণমূলের তরফে অভিযোগ সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে উক্ত অঞ্চলের তৃণমূল নেতা তথা সবং ব্লক সহ-সভাপতি গণেশ প্রামাণিক বলেন, "এই ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকেই বিজেপির কর্মীরাই আমাদের তৃণমূল কর্মীদের মারধর করছে। আজকেও কয়েকজন তৃণমূল কর্মীকে মারধর করেছে। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা সাজানো ঘটনা।"বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের ১৩ নম্বর বিষ্ণুপুর অঞ্চলের মকরানি চক এলাকায়। ইতিমধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই প্রার্থীকে সবং গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, বুধবার রাতে উক্ত অঞ্চলের মকরানি চক বুথ এলাকার বিজেপির জয়ী পঞ্চায়েত প্রার্থী ফালগুনী বিজলি বেরাকে প্রথমে উক্ত এলাকার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বাড়িতে এসে মারধরের হুমকি দিয়ে যায়।তারপরে রাতে তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতিতে ওই বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে এসে উইনিং লেটার চায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। উইনিং লেটার না দেওয়ায় বিজেপির ওই মহিলা পঞ্চায়েত প্রার্থীকে বেধড়ক মারধর করা হয়।

ঘটনায় মাথায় গুরুতর আঘাত পান ওই মহিলা। মারধরের খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে সবং গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। ওই বিজেপি কর্মী এখন সেখানেই চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার পর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উক্ত এলাকা। পরবর্তীতে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় সবং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

হুমায়ুনের সমাধির কাছে রাহুলের নতুন ঠিকানা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শাহ সুরির কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়ে হুমায়ুনকে ভারত ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। নিজের শক্তি বাড়িয়ে, নতুন উদ্যমে ফিরে এসে ফের মুঘল সাম্রাজ্যের সিংহাসন দখল করেছিলেন হুমায়ুন।

গান্ধী পরিবারের কোনও সদস্য সরকারি বাংলোর বদলে শেষ কবে অন্য বাড়িতে থেকেছেন, তা কংগ্রেসের কেউই মনে করতে পারছেন না। এর আগে এসপিজি নিরাপত্তা উঠে যাওয়ায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাকে দিল্লির লোধী রোডের সরকারি বাংলো ছাড়তে হয়েছিল। কিছু দিন গুরুগ্রামে কাটিয়ে তিনি এখন সপরিবার খান মার্কেটের পাশেই সুজন সিংহ পার্কের একটি ফ্ল্যাটে থাকেন। এ বার রাহুল সরে যাচ্ছেন হুমায়ুনের সমাধির পাশে। কংগ্রেস নেতাদের মনে প্রশ্ন, রাহুল কি হুমায়ুনের মতো কংগ্রেসের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবেন?সেই হুমায়ুনের সমাধির সামনেই দক্ষিণ দিল্লির নিজামুদ্দিন ইস্টে তিন তলা বাড়ির একটি ফ্ল্যাট এ বার রাহুল গান্ধীর নতুন ঠিকানা হতে চলেছে।গুজরাতের আদালত রাহুল গান্ধীকে মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে দু'বছরের কারাদণ্ড দেওয়ার পরে তাঁর সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যায়। তার পরেই সাংসদ হিসেবে পাওয়া তুঘলক লেনের সরকারি বাংলো ছেড়ে দিয়েছিলেন রাহুল। গত তিন মাস সনিয়া গান্ধীর সরকারি বাসভবন ১০, জনপথে মায়ের সঙ্গেই থাকতেন। লাটিয়েন্সের দিল্লির বাইরে এ বার তাঁর নতুন ঠিকানা নিজামুদ্দিন ইস্টে বি-২ নম্বর বাড়ি। এই বাড়ির উপর থেকে সরাসরি হুমায়ুনের সমাধি দেখা যায়।গুজরাতের নিম্ন আদালতের শাস্তির রায় গুজরাত হাই কোর্টও বহাল রেখেছে। কংগ্রেস সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহেই সুপ্রিম কোর্টে এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হবে। মোদী-পদবি নিয়ে মন্তব্যের জন্য রাহুলের বিরুদ্ধে গুজরাতের আদালতে মানহানির মামলাকারী পূর্ণেশ মোদীও সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দায়ের করে রেখেছেন। যাতে তাঁদের বক্তব্য না শুনে সুপ্রিম কোর্ট কোনও রায় না দেয়। সুপ্রিম কোর্ট তাঁর সাজায় স্থগিতাদেশ জারি না করলে রাহুলের সাংসদ পদ ফেরার সম্ভাবনা নেই। ফের সরকারি বাংলো বরাদ্দ হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। তার অপেক্ষা না করে রাহুল নিজের মতো বাড়ি খুঁজে নিয়েছেন।কংগ্রেস সূত্রের খবর, নিজামুদ্দিন ইস্টের এই বাড়িতে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত নব্বইয়ের দশকে প্রায় আট বছর কাটিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রিত্ব চলে যাওয়ার পরে ফের তিনি এই বাড়িতে থাকতেন। তাঁর প্রয়াণের পরে এত দিন তাঁর ছেলে, কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দীক্ষিত এই বাড়িতে থাকতেন। সন্দীপ রাহুলের জন্য এই বাড়ি ছেড়ে কয়েক পা দূরেই অন্য একটি বাড়িতে সরে যাচ্ছেন।

কংগ্রেস বিধায়কদের সরকারে স্বাগত', জল্পনার মধ্যেই সরব মহারাষ্ট্রের বিজেপি প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অজিত পওয়ারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কংগ্রেস বিধায়করা যদি মহারাষ্ট্রের সরকারে যোগ দিতে চান, তাহলে তাঁদের স্বাগত জানাবে বিজেপি। এমনটাই জানালেন মহারাষ্ট্র বিজেপির প্রধান চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে। মহারাষ্ট্রের রাজনীতিক মহলে জোর জল্পনা চলছে, বেশ কয়েকজন কংগ্রেস বিধায়ক সরকারে যোগ দিতে পারেন।এহেন পরিস্থিতিতেই মুখ খুলেছেন মহারাষ্ট্র বিজেপি প্রধান। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস রাজ্য প্রেসিডেন্ট নানা পাটোলে খুবই চেষ্টা করছেন দলের বিধায়কদের একত্রিত করতে। তবে ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্রের সরকারে বিধায়কের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছে। তাই এখনই কাউকে সরকারে আসতে বলছি না। তবে কেউ যদি সরকারে যোগ দিতে চান তাহলে সকলকে স্বাগত জানাব।' আচমকাই অজিত পওয়ার-সহ বেশ কয়েকজন এনসিপি বিধায়ক মহারাষ্ট্রের সরকারে যোগ দেন। হাত শিবিরেও কি একই বিপর্যয় ঘটতে চলেছে?সেই পরিস্থিতিতেই বিজেপি প্রধানের এমন মন্তব্য যথেষ্ট তাতপর্যপূর্ণ।

দিন কয়েক আগেই শোনা গিয়েছিল, মহারাষ্ট্র কংগ্রেসে চিড় ধরছে। সরকার পড়ে যাওয়ার পর থেকেই রাজ্যের কংগ্রেস প্রধান নানা পাটোলের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল দলের মধ্যে। কয়েকদিন আগেই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে বৈঠকের সময় ফের উঠে আসে এই প্রসঙ্গ। কংগ্রেস নেতা সুনীল কেদার ও বিজয় বেদাত্তিওয়ার সাফ জানান, পাটোলের আচরণ একেবারেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্র দলীয় কোন্দল মেটাতে রাহুল গান্ধী ও খাড়গেকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।

সিনেমার খবর

কারিনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত ফাঁস, 'ধ্বংস' করে দিয়েছিল শাহেদকে

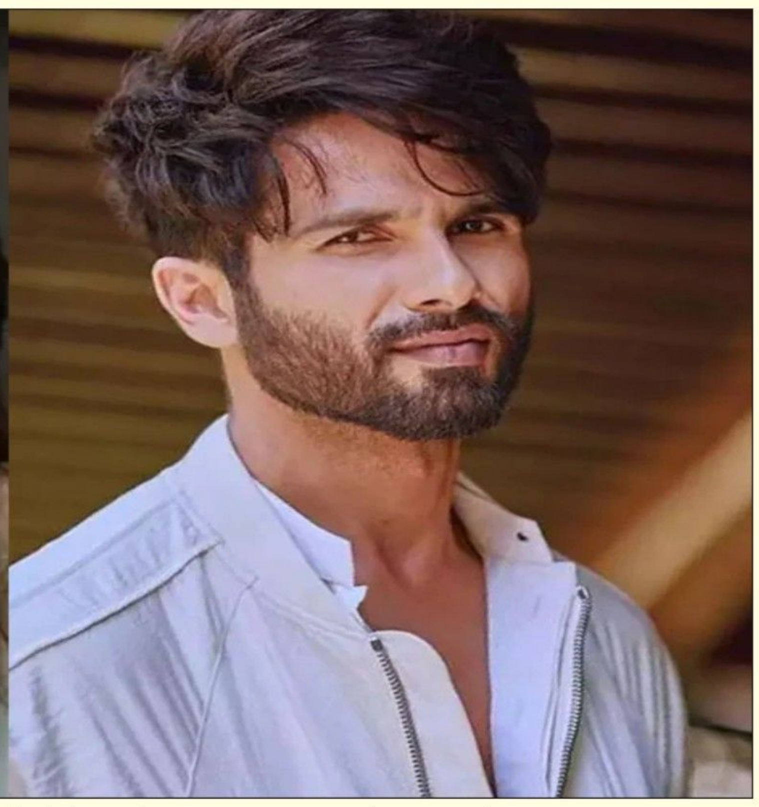

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০০৪ সালে শাহেদ কাপুর যখন উঠতি হার্টথ্রব, তখন তার প্রেমে পড়েন কারিনা কাপুর। ঠিক সেইসময়েই ভাইরাল হয়ে যায় দুই তারকার অন্তরঙ্গ মুহূর্ত! একাধিকবার সেই ভাইরাল ছবিকে মিথ্যে বলে দাবি করেছেন শাহেদ কাপুর। কিন্তু কারিনার সঙ্গে গাঢ় চুম্বনের ছবি ভাইরাল হওয়ার পর কীভাবে বদলে গিয়েছিল তার জীবন? সম্প্রতি সেপ্রসঙ্গে এক সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলেছেন শাহেদ কাপুর।

শাহেদের মন্তব্য, সেই ঘটনা আমাকে শেষ করে দিয়েছিল। আমার বয়স তখন সবে ২৪। আমার মনে হয়েছিল, আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনধিকার চর্চা চলছে। আর আমি কিছুই করতে পারছি না। ভিতর থেকে পুরো ভেঙে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম- এটা কী থেকে কী হয়ে গেল! আর ওই বয়সে এটা যে কোনও মানুষকেই এফেক্ট করবে সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, তখন প্রেম-ভালবাসা সদ্য বুঝতে শিখেছি। উপরন্তু সম্পর্কটা সবে শুরু হয়েছে। তার মাঝেই এসব ঘটে।

উল্লেখ্য, নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে গোড়া থেকে খুল্লামখুল্লা ছিলেন শাহেদ-কারিনা। তবে সেই সম্পর্ক টেকেনি! শাহেদের পর সাইফ আলি খানের সঙ্গে মন দেওয়া-নেওয়া হয় কারিনার। বর্তমানে কাপুরকন্যা সাইফ ঘরনি, তাদের সংসারে দু'টি ছেলে সন্তান রয়েছে। এদিকে মীরা রাজপুতের সঙ্গে সুখের সংসার করছেন শাহেদ কাপুর। এই দম্পতির ঘর আলোকিত করেছে এক মেয়ে ও এক ছেলে।

পরিবারের অনেকেই মানসিক অবসাদের শিকার, জানালেন আমির-কন্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গত পাঁচ বছর ধরে অবসাদের সঙ্গে লড়াই করছেন বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা আমির খানের কন্যা ইরা খান। তবে এ নিয়ে খোলামেলাভাবেই কথা বললেন আমির-কন্যা। জানালেন, প্রতি আট থেকে দশ মাস অন্তর ভয়ঙ্করভাবে সমস্যা বাড়ে। ইরা জানান, বাবা আমির ও মা রীনা দত্তের বিবাহবিচ্ছেদ তার অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। মানসিক অবসাদের ধারা তাদের পরিবারে অব্যাহত রয়েছে বলেই ধারণা ইরার।

মাস কয়েক আগে ইরা ইনস্টাগ্রামে অকপটে নিজের মানসিক অবসাদের কথা ভাগ করে নেন সকলের সঙ্গে। কেবল তাই নয়, তার অনুরাগীদের প্রশ্ন করলেন, তাদেরও একই রকম প্যানিক অ্যাটাক হয় কি না।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ইরা বলেন, "বাবা-মায়ের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটায় আমার মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি কাউকে কিছু বলিনি, যেহেতু তারা চিন্তিত হয়ে পড়বেন আমাকে নিয়ে। আমি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছিলাম।"

সেই সময় ইরার বয়স ছিল মোটে ৫ বছর। দীর্ঘ ১৮ বছরের দাম্পত্য ছিল আমির-রিনার, যা ভেঙে যায় ২০১৮ সালে।

ইরা আরও বলেন, "একটা সময় ছিল, যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমাতাম। মা বুঝতে পেরেছিলেন, হয়তো আমি আর বাঁচব না।"

সেই সময় তড়িঘড়ি বিদেশ থেকে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

তবে এখন আগের তুলনায় সুস্থ ইরা, সম্প্রতি বাবা আমির ও মা রিনার সাহায্যে অগস্ত্য ফাউন্ডেশন স্থাপন করেন। ইরার এই সংগঠনের লক্ষ্যই হল, যারা মানসিক সমস্যায় ভুগছেন তাদের সাহায্য করা।

ধর্মেন্দ্রকে ভালোবাসার কথা প্রকাশ্যেই জানালেন জয়া বচ্চন

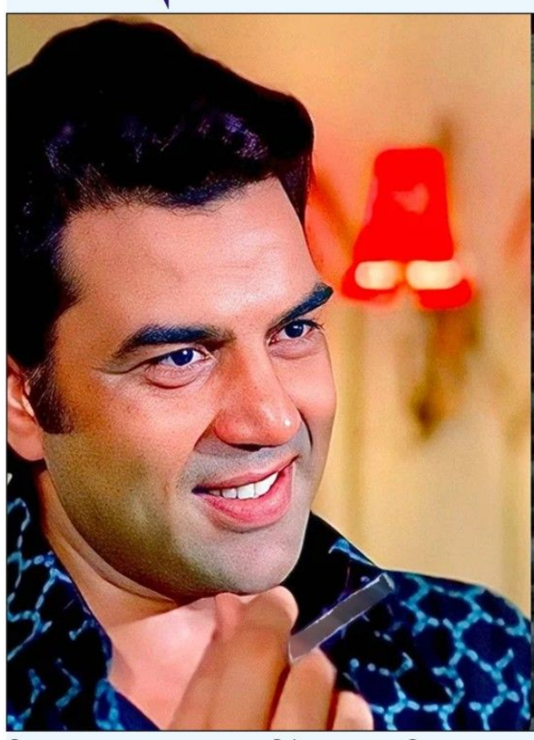

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সত্তরের দশকের গোড়ায় একসাথে অভিনয় করেছেন হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের সিনেমা 'গুড্ডি'তে। তার কয়েক বছর পর রমেশ সিপ্পির 'শোলে'তেও একসঙ্গে পর্দায় দেখা গেছে ধর্মেন্দ্র ও জয়া বচ্চনকে।

তবে কোনো সিনেমাতেই নায়ক-নায়িকার হিসেবে জুটি বাঁধেননি ধর্মেন্দ্র-জয়া। এবার করণ জোহরের নতুন সিনেমা 'রকি অউর রানি কি প্রেম কহানি'তে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। সেখানে তারা নায়ক-নায়িকা না হলেও স্বামী-স্ত্রী।

নিজের ছবিতে বলিউডের বাঘা বাঘা শিল্পীকে জড়ো করেছেন করণ। ২৮ জুলাই মুক্তি পাবে 'রকি অউর রানি'। এতে স্ত্রী হিসাবে ধর্মেন্দ্রর পাশে থাকবেন জয়া বচ্চন। রয়েছেন শাবানা আজমিও। ছবিতে নায়ক-নায়িকার হিসেবে আছেন রণবীর সিং ও আলিয়া ভাট।

ছবির শুটিং শুরু করার পর থেকেই রণবীর-আলিয়ার মতো চর্চায় ধর্মেন্দ্র-জয়ার জুটি।

১৯৭৫ সালের 'শোলে'তে একই পর্দায় থাকলেও সে ছবির চিত্রনাট্যের দাবি মেনে অমিতাভের 'প্রেম' ছিলেন জয়া। ফলে জয়-বীরুর বন্ধুত্বের মতোই রাধার 'নির্বাক' উপস্থিতিও টের পেয়েছিলেন দর্শকেরা। জয়ের চরিত্রে ছিলেন অমিতাভ এবং বীরুর ভূমিকায় ধর্মেন্দ্র। তাদের সঙ্গে ছিলেন রাধারূপী জয়া। ছবিতে বীরুর প্রেম বাসন্তী থুড়ি হেমা মালিনী।

'শোলে'র আগে ১৯৭১ সালে 'গুড্ডি'তে জয়ার সঙ্গে স্বল্প সময়ের জন্য হাজির হয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র। সে ছবিতে ধর্মেন্দ্রের প্রতি জয়ার প্রবল প্রেম থাকলেও তা পরিণতি পায়নি। ফলে সে অর্থে পর্দায় এই প্রথম জুটি হিসাবে ধরা দিয়েছেন দুজনে। ছবির নায়ক রকির ঠাকুরদা-ঠাকুরমার ভূমিকায় ধর্মেন্দ্র-জয়া।

হৃষিকেশের ছবিতে দেখা গিয়েছিল, সিনেমার এক সুপুরুষ নায়কের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে গুড্ডি। বাস্তবের সঙ্গে শত যোজন দূরের সেই প্রেম ঘিরে কী হল পর্দায়? সে অবশ্য অন্য গল্প। গুড্ডির ভূমিকায় ছিলেন জয়া এবং ওই নায়কের চরিত্রে ধর্মেন্দ্র।

হৃষিকেশের ওই ছবি করার বহু বছর পর করণের সঙ্গে কফি খেতে খেতে গল্পগাছা করার শোয়ে জয়া জানিয়েছিলেন, ;গুড্ডি' করার সময় ওই সিনেমার মতো বাস্তবেও ধর্মেন্দ্রের প্রতি মুগ্ধতা ছিল তার।

২০০৭ সালে করণের শো'তে ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে জয়ার অকপট মন্তব্য, 'আমার সঙ্গে পরিচয় করানোর সময় প্রথম বার যখন ওকে দেখি, এ রকম একটা সোফা ছিল... সেটার পিছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছিলাম। এতটাই নার্ভাস ছিলাম! কী করব, বুঝে উঠতে পারছিলাম না।'

হৃষিকেশের ওই ছবির মাধ্যমে বলিউডি পর্দায় অভিষেক ঘটেছিল জয়ার। ততদিনে তিনি সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' করে ফেলেছেন।

সত্তরের দশকে হিন্দি ছবিতে ধর্মেন্দ্রের সঙ্গে প্রথম বার কাজের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, 'অতি সুপুরুষ এক মানুষ। আমার এখনও মনে পড়ে, সে সময় সাদা ট্রাউজার্স আর একটা সাদা শার্ট পরেছিলেন। দেখতে, ঠিক যেন গ্রিক দেবতা!'

ধর্মেন্দ্রর প্রতি তার মুগ্ধতা যে কতটা ছিল, তা জানাতে গিয়ে করণের শোয়ে এতেই থামেননি জয়া। বেশ মজা করেই বলেছেন, 'বাসন্তীর চরিত্রটা আমারই করা উচিত ছিল। কারণ আমি ধর্মেন্দ্রকে ভালবাসতাম।'

এত বছর পর সেই গুড্ডির পাশে তাকে দেখে ধর্মেন্দ্রের কাছে সংবাদমাধ্যম জানতে চায়, জয়া যে তার প্রতি মুগ্ধ ছিলেন, তা জানতেন? তার প্রতি জয়ার মুগ্ধতার কথা অজানা নয় ধর্মেন্দ্রের। করণের ছবিতে 'গুড্ডি'র সঙ্গে কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই তা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের মনের কথাও জানিয়েছেন।

২০২১ সালে করণের এ ছবির শুটিংয়ের সেটে জয়ার সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন ধর্মেন্দ্র। লিখেছিলেন, 'বহু বছর পর আমার গুড্ডির সঙ্গে... গুড্ডি... যে কোনও এক সময় আমার ভক্ত ছিল। সুখবর!'

সম্প্রতি ধর্মেন্দ্রকে সেই পুরনো কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল, জয়া যে আপনাকে দেখে সোফার পিছনে লুকিয়ে পড়েছিলেন, তা জানতেন? ধর্মেন্দ্রর জবাব ছিল, 'ওটা আসলে আমার প্রতি জয়ার ভালবাসা আর সম্মান প্রদর্শন। সে জন্যই ও রকম করেছিলেন জয়া।'

জয়া এবং অমিতাভের সঙ্গে তার যে সুসম্পর্ক রয়েছে, তা জানাতেও ভোলেননি ধর্মেন্দ্র। তিনি বলেন, 'জয়া-অমিতাভকে দীর্ঘ দিন ধরে চিনি। এখনও মনে পড়ে 'শোলে'র শুটিংয়ের সময় কী মজা করেই না সময় কাটিয়েছিলাম আমরা!'

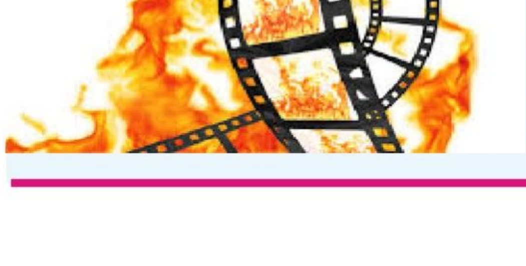

রাজনীতিবিদদের নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে বিপাকে কাজল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওটিটি প্ল্যাটফর্মে নাম লিখিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী কাজল মুখার্জি। নিজের অভিনীত 'দ্য ট্রায়াল' ওয়েব সিরিজের প্রচারের জন্য বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেন কাজল। তেমনই এক সাক্ষাৎকারে রাজনীতিবিদদের নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করায় সমালোচনা মুখে পড়েছেন এ অভিনেত্রী।

ভারতের রাজনীতিবিদদের 'অশিক্ষিত' বলে কটাক্ষ করে কাজল বলেন, ভারতের মতো দেশে পরিবর্তনের গতি অত্যন্ত কম। আমরা রীতিনীতি আর চিন্তাভাবনা ধরনের মধ্যে ফেঁসে রয়েছি। এর সরাসরি প্রভাব শিক্ষায় পড়ে। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই।

সামাজিকমাধ্যমে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে এই ভিডিও। অভিযোগ করা হয়, দেশের রাজনীতিবিদদের প্রকারান্তরে অশিক্ষিত বলেছেন অভিনেত্রী। কীভাবে রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে এমন অপমানকর মন্তব্য কাজল করতে পারেন? এই প্রশ্ন তোলা হয়। শেষে টুইটারে কাজল লেখেন, 'আমি শুধু শিক্ষার এবং তার গুরুত্ব নিয়ে কথা বলছিলাম। কোনো রাজনৈতিক নেতার সম্মানহানি আমার অভিপ্রায় ছিল না, আমাদের বহু মহান নেতা রয়েছেন, যারা দেশকে সঠিক পথে চালিত করছেন।'

এদিকে ২৯ জুন নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে কাজল অভিনীত 'লাস্ট সিরিজ'। এতে কাজল ছাড়াও অভিনয় করেছেন কুমুদ মিশ্র, তামান্না ভাটিয়া, বিজয় বর্মা, ম্রুনাল ঠাকুর, নীনা গুপ্ত প্রমুখ। এই সিরিজটির প্রচারণা করতেই নেটদুনিয়া থেকে বিরতি নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে সমালোচিত হয়েছিলেন। এবার হচ্ছেন রাজনীতিবিদদের 'অশিক্ষিত' বলে।

রিয়াল ছেড়ে
পিএসজি শিবিরে যোগ দিলেন আসেন্সিও

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ার পর পিএসজিই যে মার্কো আসেন্সিওর পরবর্তী গন্তব্য, সেটা একরকম নিশ্চিতই ছিল। এবার তা আনুষ্ঠানিকভাবে হয়ে গেল। তিন বছরের চুক্তিতে প্যারিসের ক্লাবটিতে নাম লিখিয়েছেন এই স্প্যানিয়ার্ড।

আসেন্সিওকে দলে টানার খবরটি এক বিবৃতি দিয়ে জানায় পিএসজি। 'ফ্রি এজেন্ট' হিসেবে ক্লাবটিতে যোগ দিয়েছেন ২৭ বছর বয়সী এই ফুটবলার।

সবশেষ মৌসুমের পর রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয় আসেন্সিও। মেয়াদ না বাড়িয়ে সান্তিয়াগো বের্নাবেউকে বিদায় জানান এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার।

২০১৪ সালে মায়োর্কা থেকে রিয়ালে পাড়ি জমান আসেন্সিও। প্রথম দুই বছর অন্য ক্লাবে ধারে খেলার পর যুক্ত হন মাদ্রিদের ক্লাবটিতে। রিয়ালের অনেক সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন আসেন্সিও। ক্লাবটির হয়ে ১৭টি শিরোপা জিতেছেন তিনি; এর মধ্যে আছে তিনটি করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, উয়েফা সুপার কাপ, লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ এবং একটি কোপা দেল রে।

ইউরোপের সফলতম দলটির জার্সিতে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৮৯টি ম্যাচ খেলেছেন আসেন্সিও। ৬১টি গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ২৯টি গোল। এবার তার সামনে ফ্রান্সে নিজের ছাপ রাখার চ্যালেঞ্জ।

পিএসজিতে নিজের পুরনো কোচ লুইস এনরিকের সঙ্গে কাজ করবেন আসেন্সিও। গত বুধবার লিগ ওয়ান চ্যাম্পিয়নদের ডাগআউটে ক্রিস্তোফ গালতিয়ের স্থলাভিষিক্ত হন ৫৩ বছর বয়সী এনরিকে। স্পেন জাতীয় দলে তিনি ছিলেন আসেন্সিওর কোচ।

'ফ্রি ট্রান্সফারে' স্ক্রিনিয়ারকে
দলে ভেড়াল পিএসজি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নতুন কোচ নিয়োগের পরদিন চলতি দলবদলে প্রথম খেলোয়াড় দলে টানল পিএসজি। স্লোভাকিয়ার ডিফেন্ডার মিলান স্ক্রিনিয়ারকে 'ফ্রি ট্রান্সফারে' দলে যোগ করল ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। লিগ ওয়ানের দলটি এক বিবৃতিতে ২৮ বছর বয়সী স্ক্রিনিয়ারকে দলে টানার কথা জানায়। চুক্তি হয়েছে পাঁচ বছরের। ২০১৭ সালে ইতালিয়ান ক্লাব ইন্টার মিলানে যোগ দেন স্ক্রিনিয়ার। দলটির সঙ্গে তার চুক্তির মেয়াদ শেষ গত মাসে। মাঝের এই সময়ে ইন্টারের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৪৬ ম্যাচে খেলেছেন তিনি। গত জানুয়ারিতেই স্ক্রিনিয়ারকে দলে টানতে চেয়েছিল পিএসজি। কিন্তু ইন্টারের সঙ্গে সে সময় আর্থিক বিষয়ে বনিবনা হয়নি তাদের। এবার 'ফ্রি ট্রান্সফার' এই ডিফেন্ডারকে পেয়ে গেল দলটি। ইন্টারের হয়ে সবশেষ মৌসুমে স্ক্রিনিয়ারের সামনে বাধা হয়ে আসে চোট। ২০২২-২৩ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২০ এর বেশি ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। যার মধ্যে ছিল ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল, যেখানে ১-০ গোলে হেরে যায় ইন্টার। স্লোভাকিয়ার জার্সিতে ৬০ ম্যাচ খেলা স্ক্রিনিয়ারকে দলে যোগ করার আগের দিন নতুন কোচ হিসেবে লুইস এনরিকেকে নিয়োগ দেয় পিএসজি। ক্রিস্তফ গালতিয়েরের স্থলাভিষিক্ত হন স্পেন ও বার্সেলোনার সাবেক এই কোচ। গত মৌসুম শেষে পিএসজি ছাড়েন ডিফেন্ডার সের্হিও রামোস। তার ঘাটতি পূরণে স্ক্রিনিয়ারকে দলে ভেড়াল লিগ ওয়ান চ্যাম্পিয়নরা।

যে শর্ত না মানলে বিশ্বকাপ খেলতে
ভারতে যাবে না পাকিস্তান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপ খেলতে ভারতে যাবে না পাকিস্তান। তারা এশিয়ার ক্রিকেটের এই সর্বোচ্চ আসর খেলতে চায় নিরপেক্ষ ভেন্যুতে। সেই সূত্র ধরেই এবার ভারতের ওপর পাল্টা শর্ত চাপালেন পাকিস্তানের ক্রীড়ামন্ত্রী এহসান মাজারি। তিনি বলেছেন, যদি ভারত পাকিস্তানে এশিয়া কাপ খেলতে না চায়, তবে পাকিস্তান ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে না। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এহসান বলেছেন, 'যখন থেকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড আমার মন্ত্রণালয়ের অধীনে এসেছে, তখন থেকেই আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে যদি ভারত এশিয়া কাপ নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলতে চায়, তবে আমরাও বিশ্বকাপে একই দাবি তুলবো।'

এই মন্ত্রী জানিয়েছেন, উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে তিনি তার সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফকে জানিয়েছেন। এখন শাহবাজই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। তার মতে ক্রিকেট নিয়ে রাজনীতি করছে ভারত। এহসান বলেছেন, 'আমি বুঝতে পারছি না ভারত কেন তার ক্রিকেট টিমকে পাকিস্তানে পাঠাতে চায় না। কিছুদিন আগেও বেসবলের বড় বহর ভারত থেকে ইসলামাবাদে খেলতে এসেছে। তাদের তাস খেলার একটি দলও পাকিস্তান ভ্রমণ করেছে। যে বহরের ৬০ জনের বেশি সদস্য ছিল। আমি সেই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলাম। তারা এখান থেকে জিতে গেছে। পাকিস্তানের ফুটবল, হকি ও দাবা টিমও ভারত সফর করেছে।'

বিশ্বকাপের সেমিতে খেলবে
ভারত-পাকিস্তান : গাঙ্গুলি

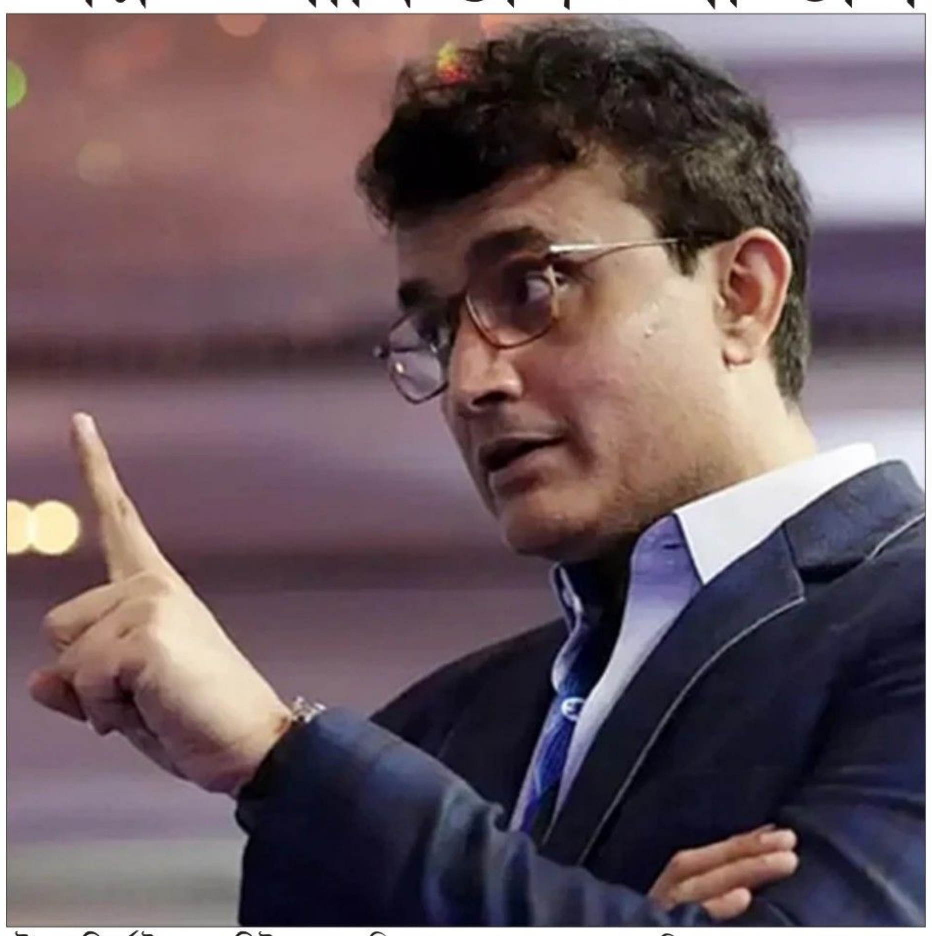

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসরের পর্দা উঠতে আর বাকি মাত্র ৮৮দিন। আর এরইমধ্যে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে সমীকরণ মেলাতে শুরু করেছে সাবেক ক্রিকেট ক্রিকেটাররা। গেইল-আমিরদের পর এবার সেমিফাইনালিস্টদের নিয়ে নিজের ভাবনা জানিয়েছেন সাবেক ভারতীয় কিংবদন্তি ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি।

আইসিসির ওয়েবসাইটে শনিবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, আসন্ন ভারত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলবে কোন চার দল, তা জানিয়েছেন গাঙ্গুলি।

গাঙ্গুলি বলেন, কোন চারটি দল খেলবে বলা মুশফিল। তবে আমার মনে হয়, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত হবে তিনটি দল। আপনি এই বড় ইভেন্টে নিউজিল্যান্ডকে কখনই ছোট করতে পারবেন না। আমি পাঁচটি দল বাছাই করবো এবং পাকিস্তানকেও অন্তর্ভুক্ত করবো। পাকিস্তানকে আমি শুধুমাত্র একটাই কারণে চাইছি, যাতে ইডেন গার্ডেনে ভারত-পাকিস্তান সেমিফাইনাল ম্যাচ উপভোগ করতে পারি।

২০১৩ সালের পর থেকে বড় মঞ্চে কোনো শিরোপা জিততে পারেনি ভারত। তাদের এমন পরিসংখ্যানের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্রিকেটারদের মুখ থুবড়ে পড়াকে দায়ী করা হচ্ছে।

এই বিষয়ে গাঙ্গুলির ভাষ্য, চাপ তো সব সময়ই থাকবে। আগেও যখন ম্যাচ খেলা হতো, তখনও চাপ থাকতো। গত একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপে রোহিত শর্মার পাঁচটা শতরান ছিল। আমার মনে হয়, তখনও ওর উপর যথেষ্ট চাপ ছিল। ফলে চাপটা কোনও সমস্যা নয়। আমি মনে করি, নিশ্চয়ই কোনও না কোনও সমাধানের রাস্তা বেরিয়ে আসবে। আমার মনে হয় না যে চাপটা কোনও বড় ব্যাপার।

বার্সার ব্যালন ডি'অর জয়ী
লুইস সুয়ারেজ আর নেই

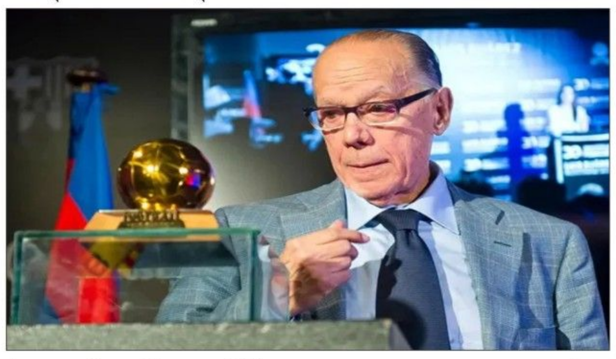

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফুটবল বিশ্বে 'দ্য আর্কিটেক্ট' খ্যাত স্প্যানিশ কিংবদন্তি লুইস সুয়ারেজ আর নেই। ইতালির মিলান শহরে মৃত্যু হয়েছে এই ব্যালন ডি'অর জয়ী প্রথম স্প্যানিশ এই ফুটবলারের। তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। স্পেনের সর্বকালের সেরা ফুটলারের একজন লুইস ষাটের দশকে দেশের হয়ে দুটি বিশ্বকাপ খেলেছেন। এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ১৯৬৪ সালে স্পেনের হয়ে জিতেছেন ইউরোপিয়ান নেশনস কাপ (বর্তমানে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ)।

১৯৬০ সালে ডি'অর জেতেন তিনি। বার্সেলোনার কোনো ফুটবলারের সেটিই ছিল প্রথম কোনো মর্যাদাপূর্ণ ট্রফি জয়।

ক্লাব ফুটবলে বার্সেলোনা, ইন্টার মিলান, সাম্পদোরিয়ার হয়ে খেলেছেন লুইস সুয়ারেজ। পরবর্তীকালে তিনি ইন্টার মিলানের হয়ে তিন দফা কোচের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত স্পেন জাতীয় দলেরও কোচ ছিলেন লুইস সুয়ারেজ। তার অধীনে ১৯৯০ ইতালি বিশ্বকাপে অংশ নেয় স্পেন।

বার্সেলোনার হয়ে সাত মৌসুম খেলে দুবার করে লা লিগা এবং কোপা দেল রে'র শিরোপা জেতেন এ ফুটবল কিংবদন্তি।

সুয়ারেজ ইতালির ফুটবল মাতান ১৯৬১ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি ইনটার মিলান ও সাম্পাদোরিয়ার জার্সিতে খেলেছেন। এসময়ে ইন্টারের জার্সিতে তিনবার ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ এবং দুবার ইউরোপিয়ান কাপের শিরোপা জেতেন। সাম্পাদোরিয়ায় তার খেলোয়াড়ি জীবনের ইতি ঘটে।

বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে অপরাজিত
চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রীলঙ্কা। রবিবার আসরের ফাইনালে শ্রীলঙ্কা ১২৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে নেদারল্যান্ডসকে। গ্রুপ পর্ব ও সুপার সিক্স মিলিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ দু'দল হওয়ায় বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করে বাছাই পর্বের ফাইনালে মুখোমুখি হয় শ্রীলঙ্কা ও নেদারল্যান্ডস। গ্রুপ পর্ব ও সুপার সিক্স মিলিয়ে ৫ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে থেকে ফাইনালে উঠে শ্রীলঙ্কা। ৫ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয়স্থানে থেকে ফাইনাল খেলে নেদারল্যান্ডস। হারারেতে টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং করতে নামে শ্রীলঙ্কা। নেদারল্যান্ডসের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে সুবিধা করতে পারেনি শ্রীলংকার ব্যাটাররা। ৪৭ দশমিক ৫ ওভারে ২৩৩ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫৭ রান করেন সাহান আরচ্চিগে । এছাড়া কুশল মেন্ডিস ৪৩, চারিথ আসালঙ্কা ৩৬ ও হাসারাঙ্গা ডি সিলভা ২৯ রান করেন। নেদারল্যান্ডসের লোগান ভ্যান বিক-রায়ান ক্লেন-বিক্রমজিত সিং ও সাকিব জুলফিকার ২টি করে উইকেট নেন।

জবাবে শ্রীলঙ্কার তিন বোলারের তোপে ২৩ দশমিক ৩ ওভারে ১০৫ রানে অলআউট হয় নেদারল্যান্ডস। নেদারল্যান্ডসের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেন ম্যাক্স ও্দাউদ। শ্রীলঙ্কার পক্ষে স্পিনার মহেশ থিকশানা ৪টি, পেসার দিলশান মধুশঙ্কা ৩টি ও আরেক স্পিনার হাসারাঙ্গা ২টি উইকেট নেন।

ফাইনালের সেরা হন শ্রীলঙ্কার মধুশঙ্কা। টুর্নামেন্ট সেরা হন জিম্বাবুয়ের সিন উইলিয়ামস। পুরো আসরে ৩টি সেঞ্চুরি ও ২টি হাফ-সেঞ্চুরিতে ৭ ইনিংসে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ৬০০ রান করেন উইলিয়ামস।

পিএসজিতে খেলে
লাভ হচ্ছে না: এমবাপ্পে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পিএসজি বিভেদ সৃষ্টিকারী। তাই এখানে খেলে লাভ হচ্ছে না বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন ক্লাবটির ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপ্পে। এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে পিএসজির হর্তাকর্তাদের জানিয়ে দিলেন যে, পিএসজির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করতে চান না তিনি।

গত জুনে এই খবর ইউরোপের ক্লাব ফুটবলের বাজরে বোমার মতো বিস্ফোরিত হয়। এ ঘটনার পর আন্তর্জাতিক বিরতিতে (জুনে) জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দেন পরপর দুটি বিশ্বেকাপের ফাইনালে খেলা এমবাপ্পে। সেখানে ফ্রান্স ফুটবলকে এক সাক্ষা ৎকার দেন তিনি। যা চলতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছে। খবর মাদ্রিদ ইউনিভার্সালের।

'আমি মনে করি, পিএসজিতে খেলে আমার তেমন একটা লাভ হচ্ছে না। কারণ এটা বিভেদ সৃষ্টিকারী দল, বিভেদ সৃষ্টিকারী ক্লাব। সুতরাং এখানে অনেক বেশি গল্প ছড়াবে। এটা আমাকে বিরক্ত করে না' - কিলিয়ান এমবাপ্পে

সাক্ষাৎকারের একপর্যায়ে এমবাপ্পে বলে ওঠেন, পিএসজি বিভেদ সৃষ্টিকারী ক্লাব। এখানে খেলে তার তেমন লাভ হচ্ছে না। যেকারণে জাতীয় দলে তিনি যেমন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছেন, পিএসজিতে তেমনটি হয়নি।

এমবাপ্পে বলেন, 'ভক্তরা আমার পারফরম্যান্স খাটো করে দেখে কিনা? হ্যাঁ, করে। কিন্তু এতে আমি তাদের দোষ দেই না। প্যারিসে তারা আমাকে প্রতিদিন দেখে, হয় জাতীয় দলে নয়তো পিএসজির হয়ে প্রতি সপ্তাহে। গেল বছরগুলোতে আমি অনেক গোল করেছি। এখানকার ফুটবল ভক্তদের জন্য বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে দেখারই কথা।'

তিনি আরো বলেন, আমি এখনো তরুণ এবং আমারো অনেক কিছু দেখার সুযোগ হয়েছে। আমিও মেসি-রোনালদো যা করেছেন, অন্য কিংবদন্তিরা যা করেছেন সেটাকে একসময় স্বাভাবিক হিসেবে দেখেছি। এটা ভোক্তা সমাজ। এখানে 'ভালো হচ্ছে, তবে আরও ভালো করতে হবে। এমনটা বলা হয়।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR